চক্ষুশূল

এম আর হাসান

তুমি হাত ধরতেই আমার অস্তিত্বের পন্চম তারটি ছিঁড়ে যায় কেন
তুমি কি রাক্ষুসী যে তোমার ছোঁয়ায় বারম্বার আমার অপভ্রংশ ঘটে?
তুমি যে কি
তা তুমি, কিম্বা আমি, অথবা ওরা কি জানে ?
জানবার কথাও নয়,
এক অপ্রচলিত কৌশলে তুমি মৎস শিকার করো
এই নতুন কলা সাধারণের গম্যে অসাধ্য, অপাচ্য ভোজে রসনা
অথচ মজার ব্যাপার কি
এই আলাদিনের চেরাগকে আমি তোমার ভেতরে ডুবে গিয়ে আবিষ্কার করেছি
দাওঃ দাওঃ একটা ধন্যবাদ তো দিবে আমায়
থাকঃ থাকঃ ওসবের আর দরকার হবে না
তুমি যা করো, যা কিছুই তুমি ভাবো,
তা যে অবান্চিত, অপ্রত্যাশিত এবং অনর্থক উম্মাদনা
সবার চোখের আলো-কে ধূলো দিয়ে
পিকাসোর চিত্রকর্ম চুরি করবার মতন !
এই ধরো, পাহারায় জনা বিশেক লোক তুমি তার ভেতর একজনকে
পটিয়ে ধরাশয়ী করে দিলে
বেচারা ! আহাঃ কি আর করবে বীরের মতন সবাইকে খুন করে
তুলে দিল তোমার লিপ্সা হাতে
এসব ছাড়ো, যথেষ্ঠ লোক হাসিয়েছো, বয়স হয়েছে
মেনে নাও, মানুষ কি আর চিরদিন বাঁচে না'কি ?
লাভ-এন-ম্যাজিকটাচ্ ওসব খেলা দেখবার সময় আমার নেই
আমি তো চুনো পুঁটি নই যে গ্রেইট বেরিয়র রীফ্ দেখেই শান্ত হয়ে গেছি ;
গভীর আটলানটিক থেকে ভারত আবার আরব সাগর এতো সাত ঘাট
ঘুরেও পচা জলে স্নান দিই না
আমার ধাঁত্ অহমে, জাত বড় পাত্ যদি হয় অপাত্র
সাগর আমার কাছে জল ভর্তী পিপা ছাড়া আর কিছুই নয়
যদি না তা হয় মানস সরোবর
তোমার তো আবার নক্ষত্ররাজির আকাশে ধুমকেতুর সমুদ্র পতন না দেখলে ঘুম আসে না
তুমি পারোও বাবাঃ এতো সয় তোমার ?
এভাবে আর টিকে থাকতে পারবে না, নতুন উপায় বের করো
পোস্টমর্ডান মোড়কে রেখে তার ভেতরে সদরঘাট ওসব জারি-জুরি
ফুরনোর সময় হয়েছে
মানুষ এখন সব বোঝে, কিন্তু কিচ্ছু বলে না
এখন সবাই শুধু গিলে
তুমি রাস্তায় বেরুবে, রাস্তা শুদ্যো তোমাকে গিলে ফেলবে

পরক্ষনেই ভূবন ভোলানো হাসি দিয়ে বলবে, ‘ভালো আছেন‘?
এ যেন স্যান্ডলারের কোন কমেডি সিনেমার কিয়দংশ
এ ভাবেই চলছে সব
অথচ এই রাতেও তুমি কালো চশমায় চোখআবৃত
সংসদ ভবনে গিয়েছ না ? ঐ সব ঝালমুড়ি-বাদামের ভেতর যে সুখ
তা ভবনের ভিতরে গিয়ে খেয়ে দেখো অরুচি ধরবে
আর কি ভাবে মানুষ বোঝায় শুদ্ধতার সঠিক সংজ্ঞা
যদি ন্যূনতম সংজ্ঞা-ই না থাকে তোমার
যাও
চোখের নিমিষে
দূর হয়ে যাও
তুমি আমার চোখের বালি নও;
তুমি আমার,
চক্ষুশূল !

mrhasan@gmail.com
১৮.১০.২০০৫/সিডনি